



পূর্বমুখ ১৪

ঈদের নামাযের পদ্ধতি



শরবে তরীকত, অমীরে আহলে সুন্নাত, দাঁড়িয়ে ইসলামীর প্রতিষ্ঠাতা, হযরত আব্দুল মালেক বাবু বিলাল

মুহাম্মদ হৈল হৈয়ায় আতাত কাদতী বখতী محمّد هیل هیا آتات کادتی بختی



রাসুলুল্লাহ ﷺ ইরশাদ করেন: “প্রতিটি উদ্দেশ্য সম্বলিত কাজ, যা দরুদ শরীফ ও যিকির ছাড়াই আরম্ভ করা হয়, তা বরকত ও মঙ্গল শূন্য হয়ে থাকে।” (মাতালিউল মুসাররাত)

الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَى سَيِّدِ الْمُرْسَلِينَ ط
أَمَّا بَعْدُ فَأَعُوذُ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ ط بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ ط

ঈদের নামাযের পদ্ধতি (হানাফী)

শয়তান লাখো অলসতা দিবে তবুও আপনি এই পুস্তিকাটি সম্পূর্ণ পড়ে নিন।
إِنْ شَاءَ اللَّهُ এর উপকারিতা আপনি নিজেই উপলব্ধি করতে পারবেন।

দরুদ শরীফের ফযীলত

রাসূলে আকরাম صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ ইরশাদ করেন: যে ব্যক্তি জুমার রাত ও জুমার দিন (অর্থাৎ বৃহস্পতিবার রাত ও শুক্রবার দিন) আমার উপর একশত বার দরুদ শরীফ পড়বে, আল্লাহ পাকের তার ১০০টি অভাব পূরণ করবেন, ৭০টি আখিরাতে আর ৩০টি দুনিয়াতে।

(তারিখে দিমিশক লি ইবনে আসাকির, ৫৪/৩০১)

صَلُّوا عَلَى الْحَبِيبِ! صَلَّى اللَّهُ عَلَى مُحَمَّدٍ

অন্তর জীবিত থাকবে

প্রিয় নবী صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ ইরশাদ করেন: যে ব্যক্তি দুই ঈদের রাতে (অর্থাৎ ঈদুল ফিতর ও ঈদুল আযহার দুই রাত) সাওয়াব লাভের উদ্দেশ্যে জাহ্রত থেকে কিয়াম করলো (অর্থাৎ ইবাদতে অতিবাহিত করলো), তার অন্তর ঐ দিন মরবেনা, যেদিন মানুষের অন্তর মরে যাবে। (ইবনে মাজাহ, ২/৩৬৫, হাদীস ১৭৮২)

রাসুলুল্লাহ ﷺ ইরশাদ করেন: “কিয়ামতের দিন আমার নিকটতম ব্যক্তি সেই হবে, যে দুনিয়ায় আমার উপর বেশী পরিমাণে দরুদ শরীফ পড়েছে।” (তিরমিযী ও কানযুল উম্মাল)

জান্নাত ওয়াজীব হয়ে যায়

অন্য এক জায়গায় হযরত সাযিয়দুনা মু'আয বিন জাবাল رضي الله عنه থেকে বর্ণিত; তিনি বলেন: যে ব্যক্তি পাঁচটি রাতে জাহ্নত থাকে (অর্থাৎ জাহ্নত থেকে ইবাদতে অতিবাহিত করে) তার জন্য জান্নাত ওয়াজীব হয়ে যায়। যিলহজ্জ শরীফের ৮, ৯ এবং ১০ তারিখ (এভাবে তিন রাত হলো) আর ৪র্থটি হলো ঈদুল ফিতরের রাত ৫মটি হলো শা'বানের ১৫তম রাত (অর্থাৎ শবে বরাত)।

(আত তারগীব ওয়াত তারহীব, ২/৯৮, হাদীস ২)

ঈদের নামাযের উদ্দেশ্যে যাওয়ার পূর্বকার সুন্নাত

হযরত সাযিয়দুনা বুরাইদা رضي الله عنه থেকে বর্ণিত; নবীয়ে পাক صلى الله عليه وآله وسلم ঈদুল ফিতরের দিন কিছু খেয়ে নামাযের উদ্দেশ্যে তাশরীফ নিয়ে যেতেন আর ঈদুল আযহার দিন নামায শেষ না হওয়া পর্যন্ত কিছু খেতেন না। (তিরমিযী, ২/৭০, হাদীস ৫৪২) আর “বুখারী” এর বর্ণনায় হযরত সাযিয়দুনা আনাস رضي الله عنه থেকে বর্ণিত যে, ঈদুল ফিতরের দিন কয়েকটি খেজুর না খেয়ে তাশরীফ নিয়ে যেতেন না আর এর সংখ্যা বিজোড় হতো। (বুখারী, ১/৩২৮, হাদীস ৯৫৩)

ঈদের নামাযের উদ্দেশ্যে যাওয়া আমাদের সুন্নাত

হযরত সাযিয়দুনা আবু হুরাইরা رضي الله عنه থেকে বর্ণিত, রাসূলে পাক صلى الله عليه وآله وسلم ঈদের দিন (ঈদের নামাযের উদ্দেশ্যে) এক রাস্তা দিয়ে (তাশরীফ নিয়ে) যেতেন এবং অন্য রাস্তা দিয়ে ফিরে আসতেন।

(তিরমিযী, ২/৬৯, হাদীস ৫৪১)

রাসূলুল্লাহ ﷺ ইরশাদ করেন: “আমার উপর অধিক হারে দরুদে পাক পাঠ করো, নিঃসন্দেহে এটা তোমাদের জন্য পবিত্রতা।” (আবু ইয়াল)

ঈদের নামাযের পদ্ধতি (হোনাফী)

প্রথমে এভাবে নিয়ত করুন: “আমি আল্লাহর ওয়াস্তে কিবলামুখী হয়ে এই ইমামের পেছনে অতিরিক্ত ছয় তাকবীরের সহিত ঈদুল ফিতরের (অথবা ঈদুল আযহার) দুই রাকাত নামাযের নিয়ত করছি।” অতঃপর কান পর্যন্ত হাত উঠিয়ে **الله أكبر** বলে স্বাভাবিকভাবে নাভীর নিচে হাত বেঁধে নিবেন এবং সানা পড়বেন। এরপর কান পর্যন্ত হাত উঠাবেন এবং **الله أكبر** বলে হাত (না বেঁধে) ঝুলিয়ে রাখবেন। অতঃপর কান পর্যন্ত পুনরায় হাত উঠাবেন এবং **الله أكبر** বলে ঝুলিয়ে রাখবেন। অতঃপর আবার কান পর্যন্ত হাত উঠাবেন এবং **الله أكبر** বলে হাত বেঁধে নিবেন। অর্থাৎ ১ম তাকবীরের পর হাত বাঁধবেন, এরপর দ্বিতীয় ও তৃতীয় তাকবীরে হাত (না বেঁধে) রাখবেন এবং ৪র্থ তাকবীরে হাত বেঁধে নিবেন। এটাকে এভাবে স্মরণ রাখুন যে, দাঁড়ানো অবস্থায় তাকবীরে পর যেখানে কিছু পড়তে হবে সেখানে হাত বাঁধতে হবে আর যেখানে পড়তে হবে না সেখানে হাত ঝুলিয়ে রাখতে হবে। অতঃপর ইমাম সাহেব তা’উয ও তাসমিয়াহ নিম্নস্বরে পড়বেন এবং সূরা ফাতিহা ও অন্য সূরা উচ্চ স্বরে পড়বেন, এরপর রুকু করবেন। দ্বিতীয় রাকাতে প্রথমে সূরা ফাতিহা এবং অন্য একটি সূরা উচ্চস্বরে পড়বেন। অতঃপর তিনবার কান পর্যন্ত হাত উঠিয়ে **الله أكبر** বলবেন এবং হাত বাঁধবেন না বরং ঝুলিয়ে রাখবেন আর ৪র্থ তাকবীরে হাত উঠানো ছাড়াই **الله أكبر** বলে রুকুতে চলে যাবেন এবং নিয়মানুযায়ী

রাসুলুল্লাহ ﷺ ইরশাদ করেন: “যে ব্যক্তি আমার উপর একবার দরুদ শরীফ পড়ে, আল্লাহ তাআলা তার উপর দশটি রহমত নাযিল করেন।” (মুসলিম শরীফ)

অবশিষ্ট নামায সম্পন্ন করবেন। প্রত্যেক দুই তাকবীরের মাঝখানে তিনবার “سُبْحَانَ اللَّهِ” বলার পরিমাণ সময় চুপচাপ দাঁড়িয়ে থাকবে।

(বাহারে শরীযত, ১/৭৮১। দুররে মুখতার, ৩/৫১)

ঈদের নামায কার উপর ওয়াজীব?

দুই ঈদের (অর্থাৎ ঈদুল ফিতর ও ঈদুল আযহার) নামায ওয়াজীব কিন্তু সবার জন্য নয়, শুধুমাত্র তাদের জন্য যাদের উপর জুমার নামায ওয়াজীব। ঈদের নামাযে আযানও নেই, ইকামতও নেই।

(বাহারে শরীযত, ১/৭৭৯)

ঈদের নামাযে খোৎবা সুন্নাত

দুই ঈদের নামায আদায়ের শর্তাবলী জুমার নামাযের মতোই, শুধুমাত্র এতটুকু পার্থক্য যে, জুমার নামাযে খোৎবা শর্ত আর ঈদের নামাযে খোৎবা সুন্নাত। জুমার খোৎবা নামাযের আগে আর ঈদের খোৎবা নামাযের পর। (বাহারে শরীযত, ১/৭৭৯। আলমগীরি, ১/১৫০)

ঈদের নামাযের সময়

এই দুই ঈদের নামাযের সময় হলো, সূর্য এক বর্শা পরিমাণ উপরে উঠার (অর্থাৎ সূর্যোদয়ের ২০ মিনিট) পর থেকে “দাহওয়ায়ে কুবরা” অর্থাৎ শরয়ীভাবে অধর্ষদিন পর্যন্ত কিন্তু ঈদুল ফিতরে দেরী করা আর ঈদুল আযহার তাড়াতাড়ি পড়া মুস্তাহাব।

(বাহারে শরীযত, ১/৭৮১। দুররে মুখতার, ৩/৬০)

রাসুলুল্লাহ ﷺ ইরশাদ করেন: “যে ব্যক্তি আমার উপর দরদ শরীফ পাঠ করা ভুলে গেলো, সে জান্নাতের রাস্তা ভুলে গেলো।” (তাবারানী)

ঈদের জামাআত কিছু অংশ পাওয়া গেলে তখন...?

প্রথম রাকাতে ইমামের তাকবীর সমূহ বলার পর মুক্তাদী সম্পৃক্ত হলো তবে তখনই (তাকবীরে তাহরীমা ছাড়াও অতিরিক্ত) তিনটি তাকবীর বলে নিবে যদিও ইমাম কিরাত শুরু করে দেয় এবং তিনটিই বলবে যদিও ইমাম যদিও তিনটির চেয়ে অতিরিক্ত বলেছে আর যদি তার তাকবীর বলার পূর্বেই ইমাম রুকুতে চলে যায় তবে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে তাকবীর না বলে ইমামের সাথে রুকুতে চলে যাবে এবং রুকুতেই তাকবীর গুলো বলে নিবে। যদি ইমামকে রুকুতে পেলো এবং প্রবল ধারণা যে, তাকবীরগুলো বলে ইমামকে রুকুতে পেয়ে যাবে তবে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে তাকবীর বলবে অতঃপর রুকুতে যাবে, অন্যথায় **الله أكبر** বলে রুকুতে যাবে এবং রুকুতে তাকবীরগুলো বলবে, অতঃপর যদি সে রুকুতে তাকবীরগুলো পূর্ণ করার পূর্বেই ইমাম রুকু থেকে মাথা উঠিয়ে নেন তখন অবশিষ্ট তাকবীর সমূহ রহিত হয়ে যাবে (অর্থাৎ অবশিষ্ট তাকবীর সমূহ এখন আর বলবে না) আর যদি ইমাম রুকু থেকে উঠার পর মুক্তাদী জামাআতে সম্পৃক্ত হয়, তবে এখন আর তাকবীর বলবে না বরং (ইমাম সালাম ফেরানোর পর) যখন আপনার (অবশিষ্ট) নামায পড়বেন তখন বলবেন। রুকুতে তাকবীর বলার কথা যেখানে বলা হয়েছে সেখানে হাত উঠাবে না আর যদি মুক্তাদী দ্বিতীয় রাকাতে সম্পৃক্ত হয়, তবে প্রথম রাকাতের তাকবীরগুলো এখন বলবে না বরং যখন তার না পাওয়া রাকাত পড়ার জন্য দাঁড়াবে তখন বলবে।

রাসুলুল্লাহ ﷺ ইরশাদ করেন: “তোমরা যেখানেই থাকো আমার উপর দরুদে পাক পড়ো, কেননা তোমাদের দরুদ আমার নিকট পৌঁছে থাকে।” (তবারনী)

দ্বিতীয় রাকাতের তাকবীরগুলো যদি ইমামের সাথে পাওয়া যায় তবে ভালো। অন্যথায় এক্ষেত্রেও তাই প্রযোজ্য হবে যা প্রথম রাকাতের ক্ষেত্রে বর্ণিত হয়েছে। (বাহারে শরীয়ত, ১/৭৮২। দুররে মুখতার, ৩/৬৪। আলমগিরী, ১/১৫১)

ঈদের জামাআত পাওয়া না গেলে তখন কি করবে...?

ইমাম নামায পড়ে নিলেন আর কোন ব্যক্তি জামাআত পেলো না, এমনকি জামাআতে সম্পৃক্তই হয়নি অথবা সম্পৃক্ত তো হলো কিন্তু তার নামায ভঙ্গ হয়ে গেলো, তবে যদি অন্য জায়গায় পেয়ে যায় পড়ে নিবে, অন্যথায় (জামাআত ব্যতীত) পড়তে পারবে না। তবে উত্তম হলো যে, সে ব্যক্তি চার রাকাত চাশ্তের নামায পড়ে নিবে।

(দুররে মুখতার, ৩/৬৭)

ঈদের খোত্বার বিধান

নামাযের পর ইমাম দু'টি খোত্বা পড়বেন এবং জুমার খোত্বায় যে সকল বিষয় সুন্নাত, ঈদের খোত্বায়ও তা সুন্নাত আর যা তথায় মাকরুহ তা এতেও মাকরুহ। শুধু দু'টি বিষয়ে পার্থক্য রয়েছে, একটি হলো; জুমার প্রথম খোত্বার পূর্বে খতিবের বসা সুন্নাত ছিলো আর এতে না বসা সুন্নাত। দ্বিতীয়টি হলো; এতে প্রথম খোত্বার পূর্বে ৯ বার এবং দ্বিতীয় খোত্বার পূর্বে ৭ বার এবং মিস্বর থেকে নামার পূর্বে ১৪ বার **سُبْحَانَ اللَّهِ** বলা সুন্নাত আর জুমায় তা নেই।

(বাহারে শরীয়ত, ১/৭৮৩। দুররে মুখতার, ৩/৬৭। আলমগিরী, ১/১৫০।)

রাসুলুল্লাহ ﷺ ইরশাদ করেন: “যে ব্যক্তি কিতাবে আমার উপর দরদ শরীফ লিখে, যতক্ষণ পর্যন্ত আমার নাম তাতে থাকবে, ফিরিশতারা তার জন্য ক্ষমা চাইতে থাকবে।” (ভাবরানী)

ঈদের ২০টি সুন্নাত ও আদব

ঈদের দিন এই কাজগুলো মুস্তাহাব:

- ✽ ক্ষৌরকর্ম করা (তবে বাবরী চুল রাখুন, ইংলিশ কাট নয়)
- ✽ নখ কাটা ✽ গোসল করা ✽ মিসওয়াক করা (এটা অযুর জন্য যে মিসওয়াক করা হয়েছিলো তা ব্যতীত) ✽ উত্তম কাপড় পরিধান করা, নতুন থাকলে নতুন, অন্যথায় ধৌত করা) ✽ সুগন্ধি লাগানো ✽ আংটি পরা, (যখনই আংটি পরবেন তখন এ বিষয়ে বিশেষ খেয়াল রাখবেন যে, শুধুমাত্র সাড়ে চার মাশাহ্ (রত্তি) এর কম ওজনের রূপার একটি আংটি যেনো হয়। একটির চেয়ে বেশি যেনো না হয় এবং আংটিতে পাথরও যেনো একটি হয়, একাধিক পাথর যাতে না হয়, পাথর ছাড়াও পরবেন না। পাথরের ওজনের কোন নির্দিষ্ট পরিমাণ নেই। রূপার রিং অথবা রূপার বর্ণিত ওজন ব্যতীত অন্য কোন ধাতব পদার্থের আংটি পুরুষ পরতে পারবে না) ✽ ফজরের নামায মহল্লার মসজিদে আদায় করা ✽ ঈদুল ফিতরের নামাযের উদ্দেশ্যে যাওয়ার পূর্বে কয়েকটা খেজুর খেয়ে নেয়া, তিন, পাঁচ, সাত কিংবা কম বেশি, কিন্তু বিজোড় যেনো হয়। খেজুর না থাকলে কোন মিষ্টি জাতীয় জিনিস খেয়ে নিন। যদি নামাযের পূর্বে কিছুই না খায়, তবুও গুনাহ হবে না; তবে ইশা পর্যন্ত না খেলে ‘ইতাব’ (তিরস্কার) করা হবে। ✽ ঈদের নামায ঈদগাহে আদায় করা ✽ ঈদগাহে পায়ে হেটে যাওয়া ✽ যানবাহনে করে গেলেও ক্ষতি নেই; কিন্তু যে পায়ে হেটে যাওয়ার

রাসুলুল্লাহ ﷺ ইরশাদ করেন: “যে ব্যক্তি আমার উপর প্রতিদিন সকালে দশবার ও সন্ধ্যায় দশবার দরুদ শরীফ পাঠ করে, তার জন্য কিয়ামতের দিন আমার সুপারিশ নসীব হবে।” (মাজমাউয যাওয়ালেদ)

ক্ষমতা রাখে, তার জন্য পায়ে হেটে যাওয়া উত্তম আর ফেরার পথে যানবাহন করে ফিরলেও ক্ষতি নেই ❀ ঈদের নামাযের জন্য এক রাস্তা দিয়ে যাওয়া এবং অন্য রাস্তা দিয়ে ফিরে আসা ❀ ঈদের নামাযের পূর্বে সদকায়ে ফিতর আদায় করা। (উত্তম হলো এটাই, তবে ঈদের নামাযের পূর্বে দিতে না পারলে পরে দিয়ে দিন) ❀ আনন্দ প্রকাশ করা ❀ অধিকহারে সদকা দেয়া ❀ ঈদগাহে প্রশান্তভাবে, সম্মম সহকারে ও দৃষ্টিকে নিচু করে যাওয়া ❀ পরস্পরকে মুবারকবাদ দেয়া ❀ ঈদের নামাযের পর মুসাহাফা (অর্থাৎ হাত মিলানো) ও মুয়ানাকা (অর্থাৎ আলিঙ্গন করা) যেমনটি সাধারণতঃ মুসলমানদের মাঝে প্রচলন রয়েছে, এটা উত্তম যে, এতে আনন্দ প্রকাশ পায়। কিন্তু ‘আমরাদ’ তথা সুদর্শন বালকের সাথে গলা মিলানোতে ফিৎনার আশঙ্কা থাকে। ❀ ঈদুল ফিতরের নামাযের জন্য যাওয়ার সময় রাস্তায় নিম্নস্বরে তাকবীর বলবে আর ঈদুল আযহার নামাযের জন্য যাওয়ার পথে উচ্চস্বরে তাকবীর বলবে। তাকবীর হচ্ছে নিম্নরূপ:

اللَّهُ أَكْبَرُ ط اللَّهُ أَكْبَرُ ط لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَاللَّهُ أَكْبَرُ ط اللَّهُ أَكْبَرُ ط وَاللَّهُ أَكْبَرُ ط

অনুবাদ: আল্লাহ পাক মহান, আল্লাহ পাক মহান, আল্লাহ পাক ব্যতীত অন্য কোন মাবুদ নেই, আল্লাহ পাক মহান, আল্লাহ পাক মহান, আল্লাহ পাকের জন্যই সমস্ত প্রশংসা।

(বাহারে শরীয়ত, ১/৭৭৯-৭৮১। আলমগিরী, ১/১৪৯-১৫০)

রাসুলুল্লাহ ﷺ ইরশাদ করেন: “আমার প্রতি অধিকহারে দরুদ শরীফ পাঠ করো, নিশ্চয় আমার প্রতি তোমাদের দরুদ শরীফ পাঠ, তোমাদের গুনাহের জন্য মাগফিরাত স্বরূপ।” (জামে সগীর)

কুরবানী ঈদের একটি মুস্তাহাব

ঈদুল আযহা (অর্থাৎ কুরবানীর ঈদ) সমস্ত বিধান ঈদুল ফিতরের মতোই। শুধু কিছু বিষয়ে পার্থক্য রয়েছে, যেমন; কুরবানীর ঈদে মুস্তাহাব হলো; কুরবানী করুক বা না করুক, নামাযের পূর্বে কিছু না খাওয়া আর যদি খেয়েও নেয় তবে কোন মাকরুহও নয়।

(আলমগীরি, ১/১৫২)

তাকবীরে তাশরীকের ৬টি মাদাতী ফুল

✽ যিলহজ্জ মাসের ৯ তারিখের ফজর থেকে শুরু করে ১৩ তারিখের আসর পর্যন্ত পাঁচ ওয়াক্তের ফরয নামাযের পর মসজিদে জামাআত সহকারে আদায়রত নামাযীদের একবার উচ্চস্বরে তাকবীর বলা ওয়াজীব এবং তিনবার বলা উত্তম আর একেই তাকবীরে তাশরীক বলা হয় এবং সেটি হচ্ছে:

اللَّهُ أَكْبَرُ ط اللَّهُ أَكْبَرُ ط لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ ط اللَّهُ أَكْبَرُ ط اللَّهُ أَكْبَرُ ط اللَّهُ أَكْبَرُ ط وَ لِلَّهِ الْحَمْدُ ط

(বাহারে শরীয়ত, ১/৭৭৯-৭৮৫। তানবীরুল আবসার, ৩/৭১)

✽ তাকবীরে তাশরীক সালাম ফেরানোর পরপরই বলা ওয়াজীব। অর্থাৎ যতক্ষণ পর্যন্ত এমন কোন আমল না হয় যার কারণে নামায পুনরায় আদায় করতে হয়। যেমন; যদি মসজিদ থেকে বের হয়ে গেলো কিংবা ইচ্ছাকৃতভাবে অযু ভঙ্গ করলো অথবা ভুলেই কথা বললো, তবে তাকবীর রহিত হয়ে গেলো আর যদি বিনা ইচ্ছায় অযু ভেঙ্গে যায় তবে বলে নিবে। (দুররে মুখতার ও রুদুল মুঈত্তার, ৩/৭৩)

রাসুলুল্লাহ ﷺ ইরশাদ করেন: “প্রতিটি উদ্দেশ্য সম্বলিত কাজ, যা দরুদ শরীফ ও যিকির ছাড়াই আরম্ভ করা হয়, তা বরকত ও মঙ্গল শূন্য হয়ে থাকে।” (মাতালিউল মুসাররাত)

✽ তাকবীরে তাশরীক তার উপরই ওয়াজীব, যে শহরে মুকীম বা যে এই মুকীমের পেছনে ইকতিদা করলো। সেই মুক্তাদী মুসাফির হোক কিংবা গ্রামের অধিবাসী হোক আর যদি সে ইকতিদা না করে তবে তার (অর্থাৎ মুসাফির ও গ্রামের অধিবাসীর) উপর ওয়াজীব নয়।

(দুররে মুখতার, ৩/৭৪)

✽ মুকিম যদি মুসাফিরের পেছনে ইকতিদা করে তবে মুকিমের উপর ওয়াজীব, যদিও ঐ মুসাফির ইমামের উপর ওয়াজীব নয়।

(দুররে মুখতার ও রদুল মুহতার, ৩/৭৪)

✽ নফল, সুন্নাত এবং বিতরের পর তাকবীর ওয়াজীব নয়।

(বাহারে শরীয়ত, ১/৭৮৫। রদুল মুহতার, ৩/৭৩)

✽ জুমার পরও ওয়াজীব এবং ঈদের নামাযের (কুরবানীর ঈদ) পরও বলে নিন। (প্রাণ্ড)

✽ মাসবুক (যার এক বা একাধিক রাকাত ছুটে গেছে) এর উপরও তাকবীর ওয়াজীব, কিন্তু যখন নিজের সালাম ফিরাবে তখন বলবে। (রদুল মুহতার, ৩/৭৬)

✽ একাকী নামায আদায়কারীর উপর ওয়াজীব নয়। (আল জাওহারাতুন নাইয়িরাহ, ১২২ পৃষ্ঠা) কিন্তু বলে নিন, কেননা সাহিবাইন (অর্থাৎ ইমাম আবু ইউসুফ ও ইমাম মুহাম্মদ رَحْمَةُ اللَّهِ عَلَيْهِمَا) এর মতে তার উপরও ওয়াজীব। (বাহারে শরীয়ত, ১/৭৭৬)

রাসূলুল্লাহ ﷺ ইরশাদ করেন: “কিয়ামতের দিন আমার নিকটতম ব্যক্তি সেই হবে, যে দুনিয়ায় আমার উপর বেশী পরিমাণে দরুদ শরীফ পড়েছে।” (জিরমিষী ও কানযুল উম্মাল)

(ঈদের ফযীলত সম্বলিত বিস্তারিত বিষয়াবলী জানার জন্য ফয়যানে সুন্নাতে অধ্যায় “ফয়যানে রমযান” থেকে “ফয়যানে ঈদুল ফিতর” পড়ে নিন।)

হে আমাদের প্রিয় আল্লাহ! আমাদেরকে বরকতময় ঈদের খুশী সুন্নাতে অনুসারে পালন করার তাওফীক দান করো! আমাদেরকে মক্কা শরীফ ও মদীনা শরীফ এবং তাজেদারে মদীনা صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ এর দীদার লাভের প্রকৃত ঈদ বার বার নসীব করো।

أَمِينَ بِجَاهِ خَاتَمِ النَّبِيِّينَ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ

তেরি যবকে দীদ হোগী যতী মেরি ঈদ হোগী,
মেরে খোয়াব মে তু আ-না মাদানী মদীনে ওয়ালে

صَلُّوا عَلَى الْحَبِيبِ! صَلَّى اللهُ عَلَى مُحَمَّدٍ

এই পুস্তিকাটি পাঠ করে অপরকে দিয়ে দিন

বিবাহ ও শোকের অনুষ্ঠান, ইজতিমা, ওরশ এবং মিলাদের জুলুস ইত্যাদিতে মাকতাবাতুল মদীনার প্রকাশিত পুস্তিকা ও মাদানী ফুলের লিফলেট বন্টন করে সাওয়াব অর্জন করুন, গ্রাহককে সাওয়াবের নিয়তে উপহার দেয়ার জন্য নিজের দোকানেও পুস্তিকা রাখার অভ্যাস গড়ুন, পত্রিকার হকার ও শিশুদের মাধ্যমে নিজের মহল্লার বাড়িতে বাড়িতে মাসে কমপক্ষে একটি সুন্নাতে ভরা পুস্তিকা বা মাদানী ফুলের লিফলেট পৌঁছে দিয়ে নেকীর দাওয়াতের সাড়া জাগান।



নেক-নামাযী হওয়ার জন্য

প্রত্যেক বৃহস্পতিবার ইশার নামাযের পর আপনার শহরে অনুষ্ঠিত দা'ওয়াতে ইসলামীর সাপ্তাহিক সূনাত্তে ভরা ইজতিমায় আল্লাহ পাকের সম্বন্ধিতর জন্য ভাল ভাল নিয়্যত সহকারে সারা রাত অতিবাহিত করুন।

❦ সূনাত্তে প্রশিক্ষণের জন্য আশিকানে রাসূলের সাথে প্রতি মাসে তিন দিন মাদানী কাফেলায় সফর এবং ❦ প্রতিদিন "পরকালিন বিষয়ে চিন্তা ভাবনা" করার মাধ্যমে নেক আমলের পুস্তিকা পূরণ করে প্রত্যেক মাসের ১ম তারিখ আপনার এলাকার যিম্মাদারকে জমা করানোর অভ্যাস গড়ে তুলুন।

আমার মাদানী উদ্দেশ্য: "আমাকে নিজের এবং সারা দুনিয়ার মানুষের সংশোধনের চেষ্টা করতে হবে।" ﷻ নিজের সংশোধনের জন্য নেক আমলের পুস্তিকার উপর আমল এবং সারা দুনিয়ার মানুষের সংশোধনের জন্য "মাদানী কাফেলায়" সফর করতে হবে। ﷻ



লাকতাবাতুল মাদীনার বিত্তিগ্ন শাখা



হেড অফিস : ১৮২ আন্দরকিল্লা, চট্টগ্রাম। মোবাইল: ০১৭১৪১১২৭২৬

ফয়যানে মদীনা জামে মসজিদ, জনপথ মোড়, সায়েদাবাদ, ঢাকা। মোবাইল: ০১৯২০০৭৮৫১৭

আল-ফাতাহ শপিং সেন্টার, ২য় তলা, ১৮২ আন্দরকিল্লা, চট্টগ্রাম।

মোবাইল ও বিকাশ নং: ০১৮৪৫৪০৩৫৮৯

কাশরীপট্টা, মাজার রোড, চকবাজার, কুমিল্লা। মোবাইল: ০১৭৯৪৭৮১৩২৬

Email: - bdmaktabatulmadina26@gmail.com, banglatranslation@dawateislami.net,

Web: www.dawateislami.net